ক্রেডিট অপারেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট

(COM)

AIBB-এর জন্য

First Edition: September 2023
Second Edition: March 2024
Third Edition: June 2024
Fourth Edition: January 2025
Fifth Edition: June 2025
Sixth Edition: January 2026

This book is the result of the author's hard work and is protected by copyright. Any copying or sharing without permission is strictly prohibited by copyright law.

Written By:

Mohammad Samir Uddin, CFA
CEO at a Leading Asset Management Company
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

Price: 350Tk.

MetaMentor Center

For Order:
www.metamentorcenter.com

WhatsApp: 01310-474402

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিস্তারিত	পৃষ্ঠা নং
1	**মডিউল A:** ঋণ এবং অগ্রিম পরিচিতি	**5-20**
2	**মডিউল B:** শব্দ ঋণ এবং ঋণ প্রক্রিয়া এবং তদন্ত নীতি	**21-49**
3	**মডিউল C:** টার্ম লোন এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং	**50-80**
4	**মডিউল D:** ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	**81-94**
5	**মডিউল E:** ঋণ প্রতিবেদন এবং প্রশাসন	**95-113**
6	**মডিউল F:** ঋণ এবং এনপিএল ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধান এবং অনুসরণ	**114-136**
7	**মডিউল G:** লিজিং এবং ভাড়া ক্রয়	**137-160**
8	বিগত বছরের প্রশ্ন	**161-169**

Suggestion:

- ***Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.***
- ***Must read short notes from all chapter.***
- ***MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.***

Important	Details	Number of Question common in previous years
****	**মডিউল A:** ঋণ এবং অগ্রিম পরিচিতি	**13**
*****	**মডিউল B:** শব্দ ঋণ এবং ঋণ প্রক্রিয়া এবং তদন্ত নীতি	**20**
*****	**মডিউল C:** টার্ম লোন এবং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং	**26**
**	**মডিউল D:** ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	**11**
***	**মডিউল E:** ঋণ প্রতিবেদন এবং প্রশাসন	**14**
*****	**মডিউল F:** ঋণ এবং এনপিএল ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধান এবং অনুসরণ	**22**
**	**মডিউল G:** লিজিং এবং ভাড়া ক্রয়	**12**
*****All short note and difference from all chapter and end of note *****		

MetaMentor Center

Syllabus

মডিউল-A: ঋণ ও অগ্রিমের পরিচিতি

• ঋণ/ক্রেডিট ও অগ্রিম, ঋণগ্রহীতার ধরণ ও ঋণ/অগ্রিমের ধরন, গ্রাহক-ব্যাংকার সম্পর্ক, ঋণের আবেদন প্রক্রিয়া। ঋণ পরিকল্পনা, নীতিমালা ও প্রক্রিয়া, ঋণের চক্র (তদন্ত থেকে উত্তরণের পর্যায়), একটি ভালো ঋণনীতির বৈশিষ্ট্য; কেন্দ্রীয়ভিত্তিক ঋণ মডেল ও শাখাভিত্তিক ব্যাংকিং মডেলের বৈশিষ্ট্য, পার্থক্য, সুবিধা অসুবিধা; একজন ভালো ঋণগ্রহীতার গুণাবলি, একটি ভালো ঋণ প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য।

• ভোক্তা ঋণ, CMSME অর্থায়ন, কৃষি ঋণ, কর্পোরেট ফাইন্যান্সিং, পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড প্রতিশ্রুতি, বাণিজ্যিক অর্থায়ন, অফশোর অর্থায়ন, যৌথ অর্থায়ন (সিন্ডিকেটেড ফাইন্যান্সিং), প্রকল্পভিত্তিক অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য।

মডিউল-B: সুদৃঢ় ঋণদান নীতি ও ঋণ প্রক্রিয়া এবং তদন্ত

• সুদৃঢ় ঋণদানের নীতি, ক্লায়েন্ট নির্বাচন ও পরিচিতি, Five Cs/Five Rs/CAMPARI ইত্যাদি।

• ঋণগ্রহীতার ব্যবসা ও কার্যক্রম বোঝার গুরুত্ব, ঋণ সাক্ষাৎকার, অর্থায়নের যৌক্তিকতা নির্ধারণ, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের গুরুত্ব, তথ্য সংগ্রহের উৎস, সিআইবি বিশ্লেষণ, ইসিএআই থেকে ঋণগ্রহীতার ক্রেডিট রেটিং, ঋণ ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও ঝুঁকি হ্রাসকরণ পদ্ধতি, জামানতের মূল্যায়ন ও প্রক্রিয়া।

• আর্থিক বিবরণী ও আর্থিক অনুপাত বিশ্লেষণ।

• অভ্যন্তরীণ ঋণ ঝুঁকি রেটিং ব্যবস্থা (ICRRS) – ধারণা ও কৌশল – রেটিংয়ের গাণিতিক ও গুণগত মানদণ্ড।

• একক ঋণগ্রহীতা সীমা, ঋণের মূল্য নির্ধারণ ও ঝুঁকি প্রিমিয়াম, ঋণ কাঠামো, খাত বিশ্লেষণ, অগ্রাধিকার ও নিরুৎসাহিত খাত বিশ্লেষণ।

মডিউল-C: মেয়াদি ঋণ ও চলতি মূলধন অর্থায়ন

• মেয়াদি ঋণ যাচাই: কারিগরি দিক, বাজারজাতকরণ, সংগঠন, আর্থিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ও পরিবেশগত দিক – প্রকল্প ব্যয় ও অর্থায়নের উৎস – মূলধন কাঠামো ও ওয়্যাক – মূলধন বাজেটিং কৌশল: পেব্যাক পিরিয়ড, ARR, NPV, IRR, সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ।

• ব্যয়-আয়-লাভ বিশ্লেষণ (CVP) – নিরাপত্তা মার্জিন ও ব্রেক-ইভেন বিশ্লেষণ – গ্রাফিক্যাল ও গাণিতিক পদ্ধতিতে।

• চলতি মূলধনের ধারণা, প্রয়োজন নিরূপণ – চলতি মূলধনের উপাদান ও অপারেটিং চক্র – বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী মূল্যায়ন পদ্ধতি ও ব্যাংক ফাইন্যান্সিং সীমা।

মডিউল-D: ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Credit Risk Management)

• বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো; গাণিতিক ও গুণগত বিশ্লেষণ, সমান ও অসম তথ্য বিশ্লেষণ, ঝুঁকি নির্ধারণে ব্যবস্থাপনা কর্তৃক পদক্ষেপ, রিস্ক ম্যাট্রিক্স, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, শর্তাবলি ও চুক্তির বিষয়বস্তু, ঋণ মঞ্জুরি কার্যক্রম।

মডিউল-E: ঋণ দলিলায়ন ও প্রশাসন

• প্রাথমিক জামানত, অতিরিক্ত জামানত, মৌলিক চার্জ দলিল, ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট গ্যারান্টি, একক ও যৌথ বীমা কাভারেজ ও ত্রুটিপূর্ণ বীমার প্রভাব।

• জামানতের উপর চার্জ সৃষ্টি পদ্ধতি – বন্ধক, হাইপোথিকেশন, লিয়েন, মর্টগেজ, অ্যাসাইনমেন্ট ও সেট অফ, ফারদার চার্জ, সেকেন্ড চার্জ ও প্যারি-পাসু চার্জ – নেগেটিভ লিয়েন।

• দলিল ও দলিলায়ন – চার্জ ও মর্টগেজ দলিল – ত্রুটিপূর্ণ দলিলের প্রভাব, জামানতের আইনগত দিক ও দলিলায়নের আইনগত দিক।

মডিউল-F: ঋণের তত্ত্বাবধান, ফলো-আপ ও শ্রেণিকৃত ঋণ ব্যবস্থাপনা

• ঋণের তত্ত্বাবধান ও ফলো-আপ কৌশল, ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট, জামানত, স্টক, নিয়মিত পরিদর্শন, ঋণের অর্থ ব্যবহার পর্যবেক্ষণ, সময়মতো পরিশোধ নিশ্চিতকরণ। • অ-সম্পাদনশীল ঋণ (NPL) সনাক্তকরণ, কারণ ও ব্যবস্থাপনা, প্রারম্ভিক সতর্কতা পদ্ধতি, উত্তরণের কৌশল, শ্রেণিকরণের ভিত্তি, সুদের স্থগিত হিসাব ও প্রভিশনের ভিত্তি। • বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং – শ্রেণিকৃত ঋণের পুনঃতালিকাভুক্তি ও পুনর্গঠন এবং রাইট-অফ। • ঋণ ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া, জামানতভিত্তিক আদায়ের পদ্ধতি। • ঋণ আদায়ের কৌশল: আইনগত ও আইনবহির্ভূত – মামলা দায়েরের আইনগত পদ্ধতি, ডিক্রি কার্যকর করার প্রক্রিয়া, বিভিন্ন ধরনের মামলা। • অনাদায়ী ঋণ রাইট-অফ ও পুনরুদ্ধারের পদ্ধতি ও কৌশল।

মডিউল-G: লিজিং ও হায়ার পারচেজ

• লিজ অর্থায়নের বিভিন্ন ধরন – লিজ অর্থায়নের অর্থনৈতিক দিক – হায়ার পারচেজ চুক্তির ভিত্তিতে অর্থায়ন – গ্রাহক ও ব্যাংকের দৃষ্টিকোণ থেকে লিজিং ও হায়ার পারচেজ অর্থায়নের তুলনামূলক সুবিধা।

MetaMentor Center

মডিউল এ:
ঋণ এবং অগ্রিম পরিচিতি

প্রশ্ন-01 .ব্যাংক ঋণ কী? BPE-99th, BPE-6th.

ব্যাংক ঋণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ব্যাংক ব্যক্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি থাকে। এটি মূলত ঋণ, ওভারড্রাফট এবং ক্যাশ ক্রেডিটের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। ব্যাংক ঋণ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে কারণ এটি উৎপাদনশীল কার্যক্রমের জন্য অর্থায়ন করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং ব্যবসার সম্প্রসারণে সহায়তা করে।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- এটি ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎসগুলোর একটি।
- ঋণদাতা সাধারণত ঋণগ্রহীতার অর্থ পরিশোধের সক্ষমতা ও সদিচ্ছার উপর ভিত্তি করে ঋণ প্রদান করে।
- ব্যাংক ঋণ বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে, যেমন: জামানতযুক্ত ও জামানতবিহীন ঋণ, স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ। এগুলো মূলত ব্যবসায়ের কার্যকরী মূলধন বা বিনিয়োগের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদান করা হয়।

সঠিক ঋণ নীতি অনুসরণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যাংক আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Q-02. ব্যাংকের ঋণগ্রহীতার ধরন কী কী? BPE-99th.

ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা যায়—

1. **ব্যক্তিগত ঋণগ্রহীতা (Individuals):**
    - খুচরা ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তা (MSMEs), কৃষক এবং ভোক্তা।
    - সাধারণত গৃহঋণ, কৃষিঋণ, ক্রেডিট কার্ড এবং অন্যান্য ভোক্তা ঋণের জন্য আবেদন করে।
2. **একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (Proprietorship Firms):**
    - একক মালিকানার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, যা বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে।
3. **অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠান (Partnership Firms):**
    - দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মালিকানাধীন ব্যবসা, যেখানে লাভ, দায়বদ্ধতা ও পরিচালনার দায়িত্ব ভাগ করা হয়।
4. **প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি (Private Limited Companies):**
    - সীমিত দায়বদ্ধতা সম্পন্ন ছোট থেকে মাঝারি আকারের কোম্পানি, যেখানে শেয়ার হস্তান্তর নিয়ন্ত্রিত।
5. **পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (Public Limited Companies):**
    - বৃহৎ আকারের কোম্পানি, যাদের শেয়ার শেয়ারবাজারে লেনদেন হয় এবং কঠোর নিয়ন্ত্রক নীতিমালার আওতাভুক্ত।
6. **বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান (Large Corporates):**
    - বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যাদের বড় অঙ্কের বিনিয়োগ ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বড় ঋণের প্রয়োজন হয়।

MetaMentor Center

7. **সরকারি সংস্থা (Government Entities - SOEs):**
    - রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, যারা সরকারি প্রকল্প ও জনসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

ব্যাংক প্রতিটি ঋণগ্রহীতার আর্থিক ইতিহাস, আয় এবং জামানতের ভিত্তিতে ঋণ পর্যালোচনা করে, যাতে দায়িত্বশীল ঋণ বিতরণ নিশ্চিত হয় এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা যায়।

প্রশ্ন-03. অর্থায়নকৃত ও অনর্থায়নকৃত ঋণ সুবিধা কী? BPE-99th

১. তহবিলভিত্তিক (Funded) ঋণ সুবিধা: এটি এমন ঋণ সুবিধা যেখানে ব্যাংক সরাসরি ঋণগ্রহীতাকে অর্থ প্রদান করে। এর মধ্যে ঋণ, ওভারড্রাফট, ক্যাশ ক্রেডিট এবং বিল ডিসকাউন্টিং অন্তর্ভুক্ত। গ্রাহকরা এই তহবিল ব্যবহার করে কার্যকরী মূলধন, বিনিয়োগ বা সম্পদ ক্রয় করতে পারেন। ব্যাংক প্রদত্ত অর্থের ওপর সুদ ধার্য করা হয়। এই ধরনের ঋণ সুবিধার ফলে ব্যাংকের পক্ষ থেকে সরাসরি আর্থিক প্রবাহ ঘটে।

উদাহরণ: একটি কোম্পানি কারখানা সম্প্রসারণের জন্য $500,000 ঋণ গ্রহণ করে এবং তা মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করে। আবার, কোনো ব্যবসা স্বল্পমেয়াদি কার্যকরী মূলধন পরিচালনার জন্য ক্যাশ ক্রেডিট ব্যবহার করতে পারে।

২. তহবিলবিহীন (Non-Funded) ঋণ সুবিধা: এটি এমন ঋণ সুবিধা যেখানে ব্যাংক সরাসরি অর্থ প্রদান না করলেও ঋণগ্রহীতার পক্ষে একটি প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চয়তা প্রদান করে। সাধারণত এর মধ্যে লেটার অব ক্রেডিট, ব্যাংক গ্যারান্টি ও ডিফার্ড পেমেন্ট গ্যারান্টি অন্তর্ভুক্ত। এই সুবিধাগুলো মূলত ব্যবসায়িক লেনদেন সহজ করতে এবং অর্থপ্রদানের নিশ্চয়তা দিতে ব্যবহৃত হয়। অনর্থায়নকৃত ঋণ সুবিধা ব্যাংকের তাৎক্ষণিক নগদ প্রবাহের ওপর প্রভাব ফেলে না, তবে এটি আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

উদাহরণ: একটি ব্যাংক একটি লেটার অব ক্রেডিট ইস্যু করে, যা নিশ্চিত করে যে বিক্রেতা পণ্য সরবরাহের পর মূল্য পরিশোধ পাবে। অন্যদিকে, একটি ব্যবসা সরকারী প্রকল্পের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করে, যা নিশ্চয়তা দেয় যে নির্ধারিত শর্ত পূরণ না হলে ব্যাংক অর্থ পরিশোধ করবে।

প্রশ্ন-04: বর্তমানে বাংলাদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বারা প্রসারিত বিভিন্ন ধরনের ঋণ কি কি? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। BPE-96তম।

অথবা, বিভিন্ন ধরনের তহবিলভিত্তিক (Funded) এবং তহবিলবিহীন (Non-Funded) ঋণ সুবিধা উদাহরণসহ বর্ণনা করুন। BPE-99th

অথবা, বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বর্তমানে যে বিভিন্ন ধরনের ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে তা আলোচনা করুন। BPE-6th.

তহবিলযুক্ত ঋণ: ব্যাংক তহবিলের সরাসরি বহিঃপ্রবাহ জড়িত এবং এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

১. **ঋণ:** সংক্ষিপ্ত, মাঝারি এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য ঋণ দেওয়া হয় যা কিস্তিতে বা এককালীন পরিশোধযোগ্য।
২. **নগদ ঋণ:** কার্যত চলতি মূলধনের জন্য নগদ ঋণ প্রদান করা হয়।
৩. **ওভারড্রাফ্ট:** একটি নির্দিষ্ট সীমা পরিমাণের বাইরে টাকা তোলার অনুমতি দেয়।
৪. **বিল ক্রয় এবং ডিসকাউন্ট:** রপ্তানি বিল ক্রয় বা ছাড় দিয়ে অগ্রিম গ্রহণ।

অন্যান্য ফান্ডেড সুবিধার মধ্যে রয়েছে কনজিউমার ঋণ, এসএমই ঋণ, সিন্ডিকেটেড লোন এবং লিজ ফাইন্যান্সিং।

নন-ফান্ডেড ঋণ: সরাসরি তহবিল বহিঃপ্রবাহ জড়িত নয় তবে অর্থায়নের সুবিধাগুলিতে পরিণত হতে পারে:

১. **প্রতিশ্রুতিপত্র:** ব্যাংক ক্রেতার পক্ষে বিক্রেতাকে অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়।

২. **ব্যাংক গ্যারান্টি (বিড বন্ড):** গ্রাহক যেন দরপত্রে বিড জমা দিতে পারে তা নিশ্চিত করে।
৩. **ব্যাংক গ্যারান্টি (পারফরম্যান্স বন্ড):** ক্লায়েন্ট যদি কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হয় ক্লায়েন্টের কর্মক্ষমতা গ্যারান্টি দেয় বা ক্ষতি পূরণ দেয়।
৪. **ডিফার্ড পেমেন্ট গ্যারান্টি:** মূলধনী পণ্যের জন্য বিলম্বিত অর্থপ্রদানের শর্তাবলী প্রসারিত করে।
৫. **কাস্টমস কর্তৃপক্ষের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি:** আমদানি/রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর শুল্ক প্রদান বহন করে।

প্রশ্ন-05। বিভিন্ন ধরনের অর্থায়নকৃত ঋণ সুবিধা কী?

অর্থায়নকৃত ঋণ সুবিধা এমন একটি ঋণ প্রক্রিয়া যেখানে ব্যাংক সরাসরি ঋণগ্রহীতাকে অর্থ প্রদান করে। IBB পাঠ্যক্রম অনুযায়ী, এর প্রধান ধরণগুলো হলো:

1. **ঋণ (Loan):** নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে এককালীন অর্থ প্রদান করা হয়, যা কিস্তিতে বা একবারে পরিশোধ করা হয়।
   উদাহরণ: বাড়ি কেনার জন্য গৃহঋণ বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ঋণ।
2. **ক্যাশ ক্রেডিট (প্লেজ বা হাইপোথিকেশন):** জামানত হিসেবে পণ্য বা মজুদ রেখে কার্যকরী মূলধন ঋণ প্রদান করা হয়।
   উদাহরণ: ব্যবসায়ীদের পণ্যের মজুদ অর্থায়ন।
3. **ওভারড্রাফট:** গ্রাহক তার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের বেশি টাকা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে উত্তোলন করতে পারেন।
   উদাহরণ: স্বল্পমেয়াদি ব্যবসায়িক ব্যয় পরিচালনার জন্য ওভারড্রাফট।
4. **বিল ক্রয় ও ছাড় (Bill Purchase and Discount):** ব্যাংক গ্রাহকের বাণিজ্যিক বিল পরিশোধের আগেই ডিসকাউন্ট মূল্যে অগ্রিম প্রদান করে।
   উদাহরণ: রপ্তানি বিল কেনার মাধ্যমে ব্যবসাকে সহায়তা।
5. **ভোক্তা ঋণ ও এসএমই ঋণ (Consumer Credit and SME Loans):** ব্যক্তিগত চাহিদা বা ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার জন্য ঋণ প্রদান।
6. **লীজ ফাইন্যান্সিং (Lease Financing):** দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সুবিধা, যা স্থায়ী সম্পদ যেমন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য দেওয়া হয়।

প্রশ্ন-06। ব্যাংকার বলতে কী বোঝায়? ব্যাংকিং-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ কী?

ব্যাংকারের সংজ্ঞা: একজন ব্যাংকার হলেন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যারা ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেন, যেমন আমানত গ্রহণ এবং বিনিয়োগ বা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন। **Negotiable Instruments Act** অনুযায়ী, ব্যাংকার হলেন এমন কেউ, যিনি আমানত গ্রহণ করেন এবং তা চেক বা অন্যান্য লেনদেনের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য রাখেন।

ব্যাংকিং-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য:

1. **অমানত গ্রহণ:** ব্যাংকের মূল কাজ হলো জনগণের কাছ থেকে টাকা জমা নেওয়া।
2. **ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগ:** ব্যাংক আমানতের অর্থ ঋণ বা বিনিয়োগের মাধ্যমে আয় সৃষ্টি করে।
3. **গণসংশ্লিষ্টতা:** ব্যাংক সকল যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য লেনদেনের সুযোগ প্রদান করে।
4. **দাবি অনুযায়ী পরিশোধ:** গ্রাহকের আমানত নির্দিষ্ট সময় বা দাবি অনুযায়ী ফেরতযোগ্য থাকে।

5. **আইনি নিয়ন্ত্রণ:** ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করতে হয়, যা আমানতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-07। গ্রাহক বলতে কী বোঝায়? একজন গ্রাহক হওয়ার জন্য কী কী শর্ত পূরণ করতে হয়?

গ্রাহকের সংজ্ঞা:

একজন গ্রাহক হলেন সেই ব্যক্তি বা সংস্থা যিনি কোনো ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পণ্য বা পরিষেবা ক্রয় করেন। গ্রাহক-ব্যাংক সম্পর্ক শুরু হয় যখন কেউ ব্যাংকের সেবাগুলো গ্রহণ করে।

উদাহরণ: একজন ব্যক্তি তার সঞ্চয়ের জন্য ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলে এবং নিয়মিত টাকা জমা ও উত্তোলন করেন।

একজন গ্রাহক হওয়ার শর্তাবলী:

1. **ব্যাংকিং সম্পর্ক:** ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবশ্যই ব্যাংকের সাথে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক থাকতে হবে, যেমন অ্যাকাউন্ট খোলা বা ঋণ গ্রহণ।
2. **স্বেচ্ছামূলক লেনদেন:** ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্ক পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হতে হবে।
3. **আইনগত পরিচয়:** গ্রাহকের অবশ্যই বৈধ পরিচয় থাকতে হবে এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যোগ্য হতে হবে।
4. **নিয়মিত লেনদেন:** গ্রাহক নিয়মিত আমানত, উত্তোলন বা অন্যান্য ব্যাংকিং পরিষেবার সাথে যুক্ত থাকবেন।

এই উপাদানগুলো একটি আনুষ্ঠানিক গ্রাহক-ব্যাংক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

প্রশ্ন-08: ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্কের শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা করুন।

অথবা, ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা করুন। এই বিশেষ সম্পর্কের সাথে কী কী অতিরিক্ত দায়িত্ব যুক্ত থাকে তা লিখুন। (BPE-5th)

অথবা, ব্যাংকার ও গ্রাহকের কিছু সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (BPE-97th, BPE-98th)

অথবা, গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ব্যাংকার এবং গ্রাহকের মধ্যে সাধারণ সম্পর্ক:

১. **দেনাদার এবং পাওনাদার সম্পর্ক:** গ্রাহক টাকা জমা দিলে, ব্যাংকের কাছে তার সেই টাকার দাবি থাকে। তাই গ্রাহক হলো পাওনাদার, আর ব্যাংক হলো দেনাদার।

২. **প্রতিনিধির সম্পর্ক:** এটি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একটি সত্তা আইনত অন্যকে তার পক্ষে কাজ করার জন্য নিয়োগ করে।

৩. **ট্রাস্টি এবং সুবিধাভোগী সম্পর্ক:** একজন ট্রাস্টি সুবিধাভোগীর জন্য সম্পত্তি রাখে এবং এই সম্পত্তি থেকে অর্জিত লাভটি সুবিধাভোগীর অন্তর্গত।

৪. **জামিনদার এবং জামিনদারের সম্পর্ক:** যদি একজন ব্যক্তি ইতিমধ্যেই চুক্তির মালামালের দখলে থাকে তবে সেগুলিকে জামিনদার হিসাবে ধরে রাখে।

৫. **ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতার সম্পর্ক:** যখন একজন গ্রাহক ব্যাংক থেকে একটি নিরাপদ আমানত লকার ভাড়া করেন তখন ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্ক হয় ইজারাদার এবং ইজারাদারীর।

৬. **মর্টগেজর-মর্টগেজি:** হস্তান্তরকারীকে মর্টগেজর বলা হয় হস্তান্তর গ্রহিতাকে মর্টগেজি বলা হয়।

ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক (Special Relationship between Banker and Customer):

MetaMentor Center

1. **চেক পরিশোধে আইনগত বাধ্যবাধকতা:** যদি গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত অর্থ থাকে এবং চেকটি সম্মত ওভারড্রাফট সীমার মধ্যে হয়, তবে ব্যাংকারের কর্তব্য হলো সেই চেক প্রদান করা।
2. **গ্রাহকের অ্যাকাউন্টের গোপনীয়তা রক্ষা করা:** ব্যাংকারের দায়িত্ব হলো গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য অন্য গ্রাহক বা তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে প্রকাশ না করা।
3. **সেবা চার্জ ও সুদ দাবি করার অধিকার:** ব্যাংকারের অধিকার রয়েছে গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে নির্ধারিত সুদ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক চার্জ আদায় করার।
4. **ব্যাংকারের লিয়েন (Lien) অধিকার:** ব্যাংকারের অধিকার আছে গ্রাহকের ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট সম্পদ বা কাগজপত্র নিজের হেফাজতে রাখার।

এই বিশেষ সম্পর্কের ফলে ব্যাংকারের কিছু আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব সৃষ্টি হয়, যেমন:

1. গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট অর্থ থাকলে বৈধ চেক অনিবার্যভাবে পরিশোধ করতে হবে।
2. গ্রাহকের আর্থিক তথ্য গোপন রাখতে হবে, যদি না আইনগত কারণে বা গ্রাহকের সম্মতিতে তা প্রকাশ করা হয়।
3. ব্যাংকে রাখা ভ্যালুয়েবল বা লকারের সম্পদের যথাযথ যত্ন নিতে হবে।
4. গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট ও লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্য প্রদান করতে হবে।
5. ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত নীতি অনুসরণ করতে হবে, যার মধ্যে যথাযথ কাগজপত্র প্রস্তুত করা এবং স্বচ্ছ চার্জ আরোপ অন্তর্ভুক্ত।

এইসব দায়িত্ব ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিশ্বাস এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-09. ঋণ পরিকল্পনা বলতে কি বুঝায়? ঋণ পরিকল্পনা বিবেচনা করা এবং অন্তর্ভুক্ত করা বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করুন। ব্যাংকের ঋণদান কার্যক্রমে ঋণ পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা করুন। BPE-98th.
অথবা,ঋণ পরিকল্পনা ব্যাংকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? কার্যকর ঋণ পরিকল্পনার জন্য ব্যাংকের কী কী বিষয়াবলি বিবেচনা করা উচিত? BPE-6th.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে ঋণ পরিকল্পনা বলতে ঋণ প্রদান কার্যক্রমের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশলগত প্রক্রিয়াকে বোঝায়। এটি বিভিন্ন গ্রাহকের ঋণ চাহিদা এবং উপযুক্ত ঋণ পণ্য ডিজাইন জড়িত। একটি ঋণ পরিকল্পনা বিবেচনা করার জন্য বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত:

১. **বাজার বিশ্লেষণ:** অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে ঋণের চাহিদা এবং সম্ভাব্য সুযোগ বোঝা।
২. **ঝুঁকি মূল্যায়ন:** ঋণগ্রহীতাদের ঋণযোগ্যতা মূল্যায়ন করা এবং বিভিন্ন ধরনের ঋণের সাথে যুক্ত ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করা।
৩. **গ্রাহক:** গ্রাহক বিভাগ এবং তাদের ঋণ প্রয়োজনীয়তা সনাক্ত করা।
৪. **ঋণের শর্তাবলী:** ঋণের পরিমাণ, সুদের হার, পরিশোধের সময়সূচী এবং জামানত প্রয়োজনীয়তা সংজ্ঞায়িত করা।
৫. **নিয়ন্ত্রক সম্মতি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত ব্যাংকিং বিধিবিধান এবং নির্দেশিকা মেনে চলা নিশ্চিত করা।

ঋণ পরিকল্পনার গুরুত্ব অর্থনীতির প্রয়োজনের সাথে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম সমন্বয় করার ক্ষমতা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টর এবং বিভাগে ঋণের প্রবেশাধিকার প্রদান করে। একটি সুগঠিত ঋণ প্ল্যান ব্যাংকগুলিকে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে এবং ঋণ-সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলি প্রশমিত করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-10: কার্যকর ঋণ পরিকল্পনার জন্য কোন কোন বিষয়গুলো ব্যাংকের বিবেচনা করা উচিত? (BPE-98th)

কার্যকর ঋণ পরিকল্পনার জন্য, ব্যাংককে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা উচিত:

১. **গ্রাহকের ঋণ যোগ্যতা (Customer Creditworthiness):** ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা মূল্যায়ন করতে তাদের ঋণ ইতিহাস, আয় এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করতে হবে।

২. **ঝুঁকি মূল্যায়ন (Risk Assessment):** ঋণ প্রদানের সাথে জড়িত সম্ভাব্য ঝুঁকি, যেমন বাজার পরিস্থিতি এবং ঋণগ্রহীতার শিল্পের ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে হবে।

৩. **ঋণের উদ্দেশ্য (Purpose of Loan):** ঋণের উদ্দেশ্যটি বুঝতে হবে যাতে এটি ব্যাংকের ঋণ প্রদানের নীতি এবং ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

৪. **জামানত (Collateral):** ঋণের সুরক্ষার জন্য প্রস্তাবিত সম্পদের মূল্য এবং গুণমান নির্ধারণ করতে হবে।

৫. **সুদের হার (Interest Rates):** ঝুঁকির স্তর প্রতিফলিত করে এবং বাজারে প্রতিযোগিতামূলক থাকার জন্য উপযুক্ত সুদের হার নির্ধারণ করতে হবে।

৬. **নিয়ন্ত্রক সম্মতি (Regulatory Compliance):** সমস্ত ঋণ প্রদানের চর্চা ব্যাংকিং বিধি এবং নির্দেশিকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করুন যাতে আইনি সমস্যা এড়ানো যায়।

৭. **বহুমুখীকরণ (Diversification):** ঋণের ঝুঁকির কমানোর জন্য একক খাত বা ঋণগ্রহীতার উপর অত্যধিক ঋণ একত্রিত হওয়া এড়িয়ে চলুন।

এই বিষয়গুলো বিবেচনা করা একটি ব্যাংককে দায়িত্বশীলভাবে ঋণ প্রদানে এবং কার্যকরভাবে ঝুঁকি পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-11. CL প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ঋণের প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।

অথবা, বাংলাদেশ ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ (CL) প্রতিবেদনের নীতিমালা অনুযায়ী ঋণের বিভাগসমূহ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

বাংলাদেশে, ঋণ প্রতিবেদন এজেন্সিগুলি ঋণকে বিভিন্ন প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করে:

১. **ভোক্তা ঋণ:** এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত ঋণ এবং অন্যান্য ধরনের ঋণ যা ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করে।

২. **ব্যবসায়িক ঋণ:** এই ধরনের ঋণ ব্যবসায়কে প্রসারিত করে যাতে তারা তাদের ইনভেন্টরি ক্রয় বা বিনিয়োগ সহজে করতে পারে।

৩. **কৃষি ঋণ:** কৃষির চাহিদা এবং গ্রামীণ উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য যে ঋণ সরবরাহ করে।

৪. **ক্ষুদ্র ঋণ :** নিম্ন আয়ের ব্যক্তি এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের তাদের জীবিকা উন্নীত করার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে।

৫. **এসএমই ঋণ:** ব্যবসায়িক বৃদ্ধি এবং বিকাশের সুবিধার্থে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে এসএমই ঋণ প্রদান করে।

৬. **রপ্তানি ঋণ:** আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণ করতে এবং বিশ্বব্যাপী তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের সাহায্য করে।

এই ঋণের ধরনগুলি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-12: আঞ্চলিক বা শাখা স্তরে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ পরিকল্পনার সাথে জড়িত প্রধান কাজগুলি কী কী?

আঞ্চলিক বা শাখা স্তরে ঋণ পরিকল্পনায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকে:

১. **নীতিমালা অনুসরণ করা (Follow Policy Guidelines):** প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক অফিস থেকে প্রদত্ত নির্দেশিকা মেনে চলা।

২. **এলাকা বিশ্লেষণ (Analyze the Area):** অঞ্চলের অর্থনৈতিক খাতগুলিকে বোঝা।

৩. **প্রধান খাতগুলি চিহ্নিত করা (Identify Major Sectors):** কৃষি, শিল্প প্রভৃতি খাতগুলির উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা।

৪. **উপখাত বিভাজন (Sub-sector Division):** প্রধান খাতগুলিকে উপখাতে বিভক্ত করা (যেমন, কৃষিতে ডেইরি, পোল্ট্রি)।

৫. **ঋণগ্রহীতাদের শ্রেণীবদ্ধকরণ (Classify Borrowers):** পেশা বা খাত অনুযায়ী বিদ্যমান ঋণগ্রহীতাদের শ্রেণীবদ্ধ করা।

৬. **তহবিলের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ (Estimate Fund Needs):** বিদ্যমান ঋণগ্রহীতাদের জন্য অতিরিক্ত তহবিলের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা।

৭. **নতুন কার্যক্রম (Cover New Activities):** বর্তমান তথ্যর ভিত্তিতে নতুন কার্যক্রমে অর্থায়নের সুযোগ বিশ্লেষণ করা।

৮. **তহবিল প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন (Assess Fund Requirements):** প্রয়োজনীয় তহবিল সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করা।

৯. **ঋণযোগ্য তহবিল নির্ধারণ (Determine Loanable Funds):** প্রয়োজনে ঋণযোগ্য তহবিল নিরূপণ করা।

১০. **তহবিল বরাদ্দ (Allocate Funds):** মুনাফা এবং সামাজিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা দিয়ে বিভিন্ন খাত এবং গ্রাহকদের জন্য তহবিল বিতরণ করা।

প্রশ্ন-13. একটি সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্যভিত্তিক ঋণ সিদ্ধান্ত (informed credit decision) জন্য অনুসরণ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ উল্লেখ করুন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ঋণগ্রহীতা এবং ঋণদাতা উভয়ের জন্যই একটি অবহিত ঋণ সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কিছু পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হলো:

১. **আর্থিক মূল্যায়ন:** ঋণ গ্রহীতার আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন করা যা তাদের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বোঝতে সহায়তা করবে।

MetaMentor Center

২. **ঋণ ইতিহাস:** ঋণ গ্রহীতার ঋণ ইতিহাস পরীক্ষা করা যার মধ্যে রয়েছে পূর্ববর্তী ঋণ এবং ঋণ কার্ড ব্যবহার, এর মাধ্যমে তাদের ঋণযোগ্যতা মূল্যায়ন করা।

৩. **ঋণের উদ্দেশ্য:** ঋণগ্রহীতার যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য ঋণ প্রয়োজন এবং এটি তাদের আর্থিক লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করা।

৪. **জামানত মূল্যায়ন:** যদি ঋণে জামানতের প্রয়োজন হয় তাহলে এর মূল্য নির্ধারণ করা এবং বৈধতা যাচাই করা।

৫. **ঝুঁকি বিশ্লেষণ:** ঋণগ্রহীতা এবং তারা যে শিল্পে জড়িত তার সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি বিশ্লেষণ করা।

৬. **শর্তাবলী:** সুদের হার, পরিশোধের সময়সূচী এবং জরিমানা সহ ঋণ এর শর্তাবলী স্পষ্টভাবে ব্যাখা করা।

৭. **নিয়ন্ত্রক সম্মতি:** বাংলাদেশে ঋণ প্রদানের চর্চা নিয়ন্ত্রণকারী প্রাসঙ্গিক আইন ও প্রবিধানের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করা।

৮. **প্রতিবেদন:** সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করুন এবং ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য সংগ্রহে রাখুন।

এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে ঋণদাতারা ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং ঋণের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।

প্রশ্ন-14: ঋণ নীতি কী? একটি ভালো ঋণ নীতির বৈশিষ্ট্য কী কী? BPE-99th

ঋণ নীতি হল ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্তগুলি পরিচালনার জন্য একটি নিয়ম ও বিধির সেট। এটি ঋণ ঝুঁকি কমানো, আমানতকারীদের অর্থ সুরক্ষিত রাখা, এবং ব্যাংকের টেকসই আয়ের নিশ্চয়তার জন্য তৈরি করা হয়। নীতি নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকার সাথে সঙ্গতি রেখে তৈরি করা হয়।

একটি ভালো ঋণ নীতির বৈশিষ্ট্য:

১. **সম্পদের গুণমান (Asset Quality):** উচ্চ-গুণমানের সম্পদ বজায় রাখা।

২. **নিয়ন্ত্রক সম্মতি (Regulatory Compliances):** অগ্রাধিকার খাতে ঋণ প্রদান, বড় ঋণ একত্রিতকরণ, একক ঋণগ্রহীতা এক্সপোজার, ICRR, এবং CIB-এর মতো নিয়মাবলীর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা।

৩. **আবেদন প্রক্রিয়া (Application Procedure):** ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া মানসম্মত করা।

৪. **মূল্যায়ন (Assessment/Evaluation):** ঋণ আবেদনগুলির মূল্যায়নের জন্য পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

৫. **ঋণের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি (Loan Pricing Method):** ঋণের সুদের হার নির্ধারণের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করা।

৬. **ক্ষমতার অর্পণ (Delegation of Power):** ঋণ অনুমোদনের জন্য ক্ষমতার স্তর নির্ধারণ করা।

৭. **পুঁজির রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance of Capital):** পর্যাপ্ত মূলধন বজায় রাখা।

৮. **ডকুমেন্টেশন সংক্রান্ত নির্দেশনা (Documentation Guidelines):** প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন নির্ধারণ করা।

৯. **পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান (Monitoring and Supervision):** নিয়মিত ঋণের উপর নজরদারি করা।

MetaMentor Center

১০. **অনাদায়ী ঋণ ব্যবস্থাপনা (Management of Non-Performing Loans):** খারাপ ঋণগুলির কার্যকরী ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা।

১১. **আইনি পদক্ষেপ (Legal Action):** প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

প্রশ্ন-15. কেন্দ্রীভূত ও বিকেন্দ্রীভূত ঋণ পরিচালনা বলতে কী বোঝায়?

কেন্দ্রীভূত ঋণ পরিচালনা (Centralized Credit Operations): এতে ঋণ অনুমোদন ও ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় স্থানে, সাধারণত প্রধান কার্যালয় বা নির্দিষ্ট একটি ইউনিটে সীমাবদ্ধ থাকে। এই পদ্ধতি ঋণ নীতির একরূপতা বজায় রাখে এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঝুঁকি কমায়।

উদাহরণ: কোনো শাখা থেকে ঋণের আবেদন করা হলে তা অনুমোদনের জন্য প্রধান কার্যালয়ে পাঠাতে হয়।

বিকেন্দ্রীভূত ঋণ পরিচালনা (Decentralized Credit Operations): এতে শাখা বা আঞ্চলিক কার্যালয় নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ঋণ অনুমোদন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা পায়। এর ফলে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় এবং স্থানীয় বাজার পরিস্থিতির সাথে সহজে মানিয়ে নেওয়া যায়।

উদাহরণ: একটি শাখার ব্যবস্থাপক ছোট ব্যবসার ঋণ অনুমোদন করতে পারেন, প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

মূল পার্থক্য: ব্যাংকের আকার, কাঠামো ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতির উপর ভিত্তি করে উভয় ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে, whereas বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা দ্রুততা ও নমনীয়তাকে অগ্রাধিকার দেয়।

প্রশ্ন-16। বিকেন্দ্রীভূত ঋণ (শাখা/আরএম) এর তুলনায় কেন্দ্রীভূত ঋণ ব্যবস্থাপনার সুবিধা কী ?(What are the advantages of centralized credit management over decentralized credit (Branch/RM)?

১. **ধারাবাহিকতা (Consistency):** কেন্দ্রীভূত ঋণ ম্যানেজমেন্ট নিশ্চিত করে যে ঋণ নীতি সকল শাখায় ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা হয়।

২. **দক্ষতা (Expertise):** একটি কেন্দ্রীভূত পদ্ধতির সাথে ঋণ সিদ্ধান্ত বিশেষায়িত দলগুলি দ্বারা দক্ষতার সাথে নেওয়া হয় যা আরও সঠিক মূল্যায়নের দিকে পরিচালিত করে এবং ঋণের ঝুঁকি হ্রাস করে।

৩. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management):** কেন্দ্রীকরণ আরও ভাল ঝুঁকি বিশ্লেষণের অনুমতি দেয় কারণ ঋণ সিদ্ধান্তগুলি ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা এবং ঋণ ইতিহাসের একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে।

৪. **খরচ দক্ষতা (Cost Efficiency):** ঋণ প্রক্রিয়া কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে, ব্যাংকগুলি বিভিন্ন খরচ হ্রাস করতে পারে এবং প্রশাসনিক খরচ কমাতে পারে।

৫. **তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis):** কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণের সুবিধা দেয়, ব্যাংকগুলিকে ঋণের প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং তথ্য-চালিত অন্তর্দৃষ্টির উপর ভিত্তি করে জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

৬. **দ্রুত সিদ্ধান্ত (Faster Decisions):** কেন্দ্রীভূত ঋণ ম্যানেজমেন্ট দ্রুত অনুমোদন, গ্রাহকের অভিজ্ঞতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা উন্নত করে।

৭. **সম্মতি (Compliance:):** একটি কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাংকিং শিল্প জুড়ে নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা এবং প্রতিবেদন মানকে আরও ভালভাবে মেনে চলার নিশ্চিয়তা প্রদান করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-17: একজন ভাল ঋণগ্রহীতার গুণাবলি উল্লেখ করুন। (BPE-5th.)

1. **নিয়মিত ঋণ পরিশোধের ইতিহাস:** সময়মতো ঋণ ও ক্রেডিট পরিশোধ করার পূর্ব ইতিহাস থাকলে, ঋণদাতার আস্থা অর্জিত হয়।
2. **স্থায়ী আয়:** ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বজায় রাখতে একটি নিয়মিত ও পর্যাপ্ত আয়ের উৎস থাকা দরকার।

3. **নিম্ন ঋণ-আয় অনুপাত:** আয়ের তুলনায় ঋণের পরিমাণ কম হলে নতুন ঋণ গ্রহণের সক্ষমতা বেশি হয়।
4. **স্বচ্ছ আর্থিক তথ্য:** নিজস্ব আর্থিক অবস্থার সঠিক ও পরিষ্কার তথ্য প্রদান করলে ব্যাংক সহজে ঋণ সক্ষমতা মূল্যায়ন করতে পারে।
5. **জামানত বা গ্যারান্টি:** উপযুক্ত জামানত বা গ্যারান্টি প্রদান করলে ব্যাংক ঋণ ফেরতের নিশ্চয়তা পায়।
6. **দায়িত্বশীল আর্থিক আচরণ:** ঋণ খেলাপি না হয়ে দায়িত্বশীলভাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনা করলে ব্যাংক আশ্বস্ত হয়।
7. **পরিষ্কার উদ্দেশ্য:** ঋণ গ্রহণের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও তা কীভাবে আর্থিকভাবে উপকারে আসবে তা পরিষ্কারভাবে জানাতে হয়।

প্রশ্ন-18: বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে CMSME ঋণ সংজ্ঞায়িত করুন। ব্যাংক কীভাবে CMSME অর্থায়নের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে? (BPE-5th)

অথবা, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কুটির, ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (CMSME) অর্থায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। (BPE-96th)

CMSME অর্থাৎ কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, CMSME ঋণ বলতে এসব ছোট ব্যবসায়িক খাতে প্রদানকৃত ঋণকে বোঝায় যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করে। এই ঋণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ CMSME খাত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, দারিদ্র্য হ্রাস করে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

ব্যাংকসমূহকে CMSME খাতে ঋণ প্রদানের সময় বিশেষ নির্দেশনা মানতে হয়, যেমন ঋণের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ, ঝুঁকি মূল্যায়নের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ, এবং ন্যায়সঙ্গত অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা।

CMSME খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে ব্যাংকের ক্রেডিট নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ঝুঁকি হ্রাস সম্ভব হয়।

CMSME অর্থায়নের গুরুত্ব:

1. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** CMSME অর্থায়ন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়তা করে, যা বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করে।
2. **দারিদ্র্য বিমোচন:** ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার জন্য অর্থায়ন ব্যক্তিদের নতুন ব্যবসা শুরু করতে ও সম্প্রসারণ করতে সহায়তা করে, যা দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
3. **উদ্যোক্তা বিকাশ:** সহজ ঋণপ্রাপ্তির মাধ্যমে উদ্যোক্তারা ব্যবসা শুরু করতে পারে, যা উদ্ভাবন ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করে।
4. **স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** CMSME খাত স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে, যা সমাজের সার্বিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে।
5. **অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি:** ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য উপযোগী অর্থায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে, যা আয় বৈষম্য কমায়।
6. **অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য ও স্থিতিশীলতা:** CMSME খাতকে সহায়তা করলে অর্থনীতি বহুমুখী হয় এবং বাহ্যিক সংকটের প্রতি অধিক সহনশীল হয়।

MetaMentor Center

7. **স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভাবন:** CMSME অর্থায়ন ছোট ব্যবসাগুলোকে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ ও বাজার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সহায়তা করে, যা উদ্ভাবন বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন-19: ব্যাংকগুলির প্রদত্ত বিভিন্ন অর্থায়ন ঋণ সুবিধার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

ব্যাংকগুলি বিভিন্ন অর্থায়ন ঋণ সুবিধা প্রদান করে, প্রতিটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সহ:

১. **ওভারড্রাফট (Overdraft):** নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত উত্তলোন, চলতি মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হয়, নিয়মিত নগদ প্রবাহ থেকে পরিশোধিত, চলমান, বার্ষিক পুনর্মূল্যায়ন হয়।

২. **স্বল্পমেয়াদি ঋণ (১ বছরের মধ্যে) (Time Loan up to 1 year):** স্বল্পমেয়াদী, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যেমন অতিরিক্ত মজুদ বা মৌসুমী চাহিদা, এককালীন বা কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য, বার্ষিক নবায়নযোগ্য।

৩. **মেয়াদী ঋণ (১ বছরের বেশি) (Term Loan more than 1 year):** স্থায়ী বিনিয়োগের জন্য যেমন যন্ত্রপাতি বা নির্মাণ, একটি পরিশোধের সময়সূচী থাকে, সাধারনত মাসিক বা ত্রৈমাসিক।

৪. **এলসির অধীনে বিল (Bills under LC):** আমদানি অর্থ প্রদানের জন্য অগ্রিম, আমদানি এলসি নথির জন্য ঋণ বিতরণ করা হয়, নগদ বা অন্যান্য ঋণের মাধ্যমে লিকুইডেট করা হয়।

৫. **ট্রাস্ট রসিদ (Trust Receipt):** এটি আমদানির পরবর্তী অর্থায়ন, আমদানি নথি অবসরকালের জন্য বিতরণ, বিক্রয় আয়ের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়, সাধারণত ১৮০ দিন পর্যন্ত মেয়াদ এর জন্য হয়।

৬. **প্যাকিং ঋণ (Packing Credit):** এটি রপ্তানিকারকদের জন্য ঋণ, রপ্তানি চুক্তির উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়, স্বল্পমেয়াদী, রপ্তানি আয়ের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়, ১৮০ দিনের বেশি নয়, ঘূর্ণায়মান সীমা অনুমোদিত।

প্রশ্ন-20: ব্যাংকগুলির প্রদত্ত ভোক্তা ঋণের বৈশিষ্ট্যগুলি কী এবং সেগুলির সাধারণ উদ্দেশ্য এবং পরিশোধের শর্তাবলী কী কী?

ব্যাংকগুলি বিভিন্ন ভোক্তা ঋণ প্রদান করে, প্রতিটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এবং ভিন্ন পরিশোধের শর্তাবলী সহ:

১. **ব্যক্তিগত ঋণ (Personal Loan):** এই ঋণ ব্যবহার করা হয় গৃহস্থালী সামগ্রী, বিবাহ, চিকিৎসা খরচ, ভ্রমণ, উৎসব, সংস্কার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদার জন্য। সর্বাধিক মেয়াদ ৬০ মাস, মাসিক কিস্তিতে (EMI) পরিশোধ করা হয়।

২. **অটো ঋণ (Auto Loan):** পারিবারিক ব্যবহারের জন্য নতুন বা পুনঃসংস্কারিত গাড়ি কেনার জন্য। সর্বাধিক মেয়াদ ৬০ মাস, EMI এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।

৩. **গৃহঋণ (Home Loan):** বাড়ি কেনা বা সংস্কারের জন্য, নির্মাণ সম্পূর্ণ করা বা অন্যান্য ব্যাংক থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য। সর্বাধিক মেয়াদ ২০ বছর, EMI এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।

৪. **নিরাপদ ওভারড্রাফট (Secured Overdraft):** আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য, ঘূর্ণায়মান সুবিধা সহ, কোন নির্দিষ্ট পরিশোধের সময়সূচী নেই।

৫. **স্বল্পমেয়াদি জামানতযুক্ত ঋণ (Secured Time Loan:** আর্থিক প্রয়োজনের জন্য ঘূর্ণায়মান সুবিধা সহ এ ঋণ দেওয়া হয়।

৬. **জামানতযুক্ত মেয়াদি ঋণ (Secured Term Loan):** আর্থিক চাহিদার জন্য সর্বাধিক মেয়াদ ৩ বছর, EMI এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-21: ইসলামী ব্যাংকিং এর বিনিয়োগ পণ্য (investment product) আলোচনা করুন।

ইসলামী ব্যাংকিং বিভিন্ন শরিয়া-সম্মত বিনিয়োগ পণ্য প্রদান করে:

১. **মুরাবাহা (Bai-Murabaha):** একটি খরচ-যোগ বিক্রয় পদ্ধতি যেখানে ব্যাংক একটি আইটেম কিনে এবং গ্রাহকের কাছে লাভ সহ বিক্রি করে, কিস্তিতে পরিশোধের মাধ্যমে।

২. **বাই-মুয়াজ্জাল (Bai-Muajjal):** আগাম পণ্য ক্রয়ের জন্য স্থগিত অর্থপ্রদান অনুমোদন করে, একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ তারিখে এককালীন পরিশোধ সহ।

৩. **বাই-মুয়াজ্জাল (TR) (Bai-Muajjal TR):** বাই-মুয়াজ্জালের মতো কিন্তু বিশেষভাবে আমদানিকৃত পণ্যের জন্য, গ্রাহক সম্পূর্ণ অর্থপ্রদান করার পূর্বে পণ্য ব্যবহার করতে পারেন।

৪. **শিরকাতুল মেল্কের অধীনে হায়ার-পারচেজ (HPSM) (Hire-Purchase under Shirkatul Melk):** সহ-মালিকানা যেখানে ব্যাংক এবং গ্রাহক যৌথভাবে একটি সম্পদ ক্রয় করে, গ্রাহক ধীরে ধীরে ব্যাংকের অংশ কিনে নেয়।

৫. **মুদারাবা পোস্ট-ইমপোর্ট (MPI) (Mudaraba Post-Import):** আমদানির পরবর্তী অর্থায়নের জন্য অংশীদারিত্ব, যেখানে ব্যাংক আমদানি করা পণ্যের ব্যবসায়িক পুঁজি প্রদান করে এবং লাভ বন্টন করে।

৬. **এমটিডিআর (Quard Against MTDR):** একটি নির্দিষ্ট আমানতের মাধ্যমে নিরাপত্তা পাওয়া ঋণ, যা গ্রাহকদের তাদের আমানতকৃত তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করতে দেয় এবং হালাল আয় অর্জন করে। এই পণ্যগুলি ইসলামী নীতিগুলিকে মেনে চলে, সুদ এড়িয়ে এবং সঠিক লাভ ভাগাভাগির মাধ্যমে।

প্রশ্ন-22: সিন্ডিকেটেড অর্থায়ন কি? এটা কিভাবে কাজ করে? BPE-96 তম, BPE-98th

সিন্ডিকেটেড অর্থায়ন হল একটি সহযোগিতামূলক তহবিল ব্যবস্থা যেখানে একাধিক ঋণদাতা যৌথভাবে একক ঋণগ্রহীতার জন্য তহবিল সরবরাহ করে। এটি একটি সমন্বয়কারী ব্যাংকের নেতৃত্বে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি গ্রুপকে জড়িত করে ঋণ দেওয়ার ঝুঁকি এবং এক্সপোজার ভাগ করে।

১. **সমন্বয়কারী ব্যাংকের ভূমিকা** : একটি সমন্বয়কারী ব্যাংক ঋণগ্রহীতার ঋণযোগ্যতা মূল্যায়ন করে এবং সম্ভাব্য ঋণদাতাদের অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

২. **ঝুঁকি ভাগাভাগি** : একাধিক ঋণদাতা সিন্ডিকেটে যোগদান করে মোট ঋণের পরিমাণে অবদান রাখে। এতে অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঝুঁকি ছড়িয়ে পড়ে।

৩. **বড় আকারের প্রকল্প** : এটি বড় আকরের প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন, একীভূতকরণ, বা অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটেড অর্থায়ন করে।

৪. **প্রশাসনিক দক্ষতা** : সমন্বয়কারী ব্যাংক প্রশাসনিক কাজগুলি পরিচালনা করে যোগাযোগ সহজতর করে এবং সিন্ডিকেট সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করে।

৫. **ঋণদাতাভিত্তিক ঝুঁকি বিভাজন:** অংশগ্রহণকারী ঋণদাতারা বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিও থেকে উপকৃত হয় এবং একক ঋণগ্রহীতার কাছে স্বতন্ত্র এক্সপোজার হ্রাস করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাড়ায়।

৬. **শর্তাবলী** : সুদের হার এবং শর্তাবলী একটি সিন্ডিকেশন চুক্তিতে বর্ণিত আছে যা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থার জন্য একটি স্পষ্ট কাঠামো প্রদান করে।

৭. **ঋণ পরিশোধের তদারকি** : সমন্বয়কারী ব্যাংক সিন্ডিকেট সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের তত্ত্বাবধান করে এবং সফলভাবে পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতার সম্মতি নিশ্চিত করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-23: সিন্ডিকেটেড ফাইন্যান্সিং-এর সুবিধাগুলো কী? BPE-98th

সিন্ডিকেটেড ফাইন্যান্সিং-এর সুবিধাসমূহ:

1. **ঝুঁকি ভাগাভাগি:** একাধিক ঋণদাতা একত্রে অর্থায়ন করায়, কোনো একক প্রতিষ্ঠানের ওপর ঝুঁকির চাপ কমে।
2. **বৃহৎ ঋণ গ্রহণের সুযোগ:** বড় প্রকল্পের জন্য বড় অঙ্কের অর্থায়ন পাওয়া সহজ হয়।
3. **বহুমুখীকরণ:** একটি নির্দিষ্ট ঋণদাতার ওপর নির্ভরতা কমে এবং ঋণগ্রহীতার ঋণ কাঠামো বৈচিত্র্যময় হয়।
4. **কার্যকর ঋণ ব্যবস্থাপনা:** একাধিক ঋণদাতার পরিবর্তে ঋণগ্রহীতা শুধুমাত্র লিড অ্যারেঞ্জারের সাথে সমন্বয় করে, যা ঋণ পরিচালনাকে সহজ করে।
5. **আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা:** এটি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ তৈরি করে।
6. **সুনাম বৃদ্ধি:** নামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ ঋণগ্রহীতার বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়।

সিন্ডিকেটেড ফাইন্যান্সিং বড় প্রকল্পের জন্য অর্থায়নের একটি কার্যকর মাধ্যম, যা ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতা উভয়ের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-24: কৃষি ঋণের সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশে কৃষি ঋণের ভূমিকা আলোচনা কর। 2015, 2016
বা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি ঋণের গুরুত্ব।

কৃষি ঋণ বলতে কৃষক এবং কৃষি ব্যবসাকে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তাকে বোঝায়। যার মধ্যে শস্য চাষ, পশুপালন এবং কৃষি বিনিয়োগ রয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কৃষি ঋণের গুরুত্ব নিম্নরূপ:

১. **কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** এ ঋণ কৃষকদের আধুনিক কৃষি কৌশল, মানসম্পন্ন বীজ, সার এবং যন্ত্রপাতি, উৎপাদনশীলতা এবং ফলন বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করতে দেয়।

২. **খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা:** কৃষি ঋণ কৃষকদের উৎপাদন খরচ মেটাতে সাহায্য করে যা দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে খাওয়ানোর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে।

৩. **কৃষকদের ক্ষমতায়ন:** ঋণ কৃষকদের ক্ষমতায়ন করে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ধারকদের দারিদ্র্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

৪. **স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানো:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বাজারের ওঠানামার মতো চ্যালেঞ্জিং সময়ে কৃষি ঋণ কৃষকদের সহায়তা করে তাদের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে।

সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য কৃষি ঋণ অপরিহার্য। এটি স্থিতিশীল ও খাদ্য-পর্যাপ্ত জাতি নিশ্চিত করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-25: উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি ঋণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের সামগ্রিক জিডিপি অর্জনের উপর এটি যে প্রভাব রাখে তা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে। দেশের সামগ্রিক জিডিপি অর্জনের উপর এটির প্রভাব রয়েছে:

১. **বর্ধিত কৃষি উৎপাদনশীলতা:** এ ঋণ কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করতে সক্ষম করে যা উৎপাদনশীলতা এবং আউটপুটের দিকে পরিচালিত করে।

২. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** উন্নত কৃষি উৎপাদনশীলতা আরও কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারত্ব হ্রাস করে এবং আয়ের মাত্রা বাড়ায়।

৩. **রপ্তানি আয়:** উচ্চতর কৃষি উৎপাদন বাংলাদেশকে উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে অবদান রাখে এবং জিডিপি বাড়ায়।

৪. **গ্রামীণ উন্নয়ন:** কৃষি ঋণ গ্রামীণ উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।

৫. **দারিদ্র্য হ্রাস:** বর্ধিত কৃষি আয় দারিদ্র্যের মাত্রা হ্রাস করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকাকে উন্নত করে।

কৃষি ঋণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে দেশকে উচ্চ জিডিপি অর্জন এবং টেকসই উন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়।

Mathematical Problem

Problem 01: Consumer Credit (Installment Burden Rule)

A customer has the following information:

- Annual gross income: Tk. 9,60,000
- Existing monthly loan installments: Tk. 18,000
- Proposed new consumer loan installment: Tk. 12,000
- Bank policy: Total monthly installments must not exceed 40% of monthly income

Required:

a) Calculate the monthly income

b) Calculate the maximum allowable total installment

c) Determine whether the new loan is acceptable

Solution:

a) Monthly income

= 9,60,000 ÷ 12

= **Tk. 80,000**

b) Maximum allowable installment

= 40% × 80,000

= **Tk. 32,000**

c) Total installments after new loan

= 18,000 + 12,000

= **Tk. 30,000**

Since Tk. 30,000 ≤ Tk. 32,000,

The proposed loan is within the bank's policy limit.

Comment: Although the installment is within policy, the bank should also review job stability and other household expenses before final approval.

Problem 02: Credit Concentration (Single Borrower Exposure)

MetaMentor Center

Question:

A bank has the following information:

Total capital of the bank: Tk. 500 crore

Bank policy: Maximum exposure to a single borrower = **15% of total capital**

Proposed funded loan to Company X: Tk. 60 crore

Required:

a) Calculate the maximum allowable exposure to a single borrower

b) Comment whether the proposed loan is within the policy limit

Solution:

a) Maximum allowable exposure

= 15% × 500 crore

= **Tk. 75 crore**

b) Proposed exposure = Tk. 60 crore

Since Tk. 60 crore ≤ Tk. 75 crore,

The loan is within the single borrower exposure limit.

Comment: Although the exposure is within limit, sectoral concentration and repayment capacity must also be assessed.

Problem 03: Debt Burden Ratio (DBR)

Question:

A salaried customer has the following details:

- Monthly gross income: Tk. 90,000
- Existing monthly loan installment: Tk. 22,000
- Proposed new loan installment: Tk. 14,000

Bank policy allows maximum **DBR = 40%** of monthly income.

Required:

a) Calculate the customer's Debt Burden Ratio after the proposed loan

b) Comment whether the loan is acceptable

Solution:

Total monthly installment

= 22,000 + 14,000

= **Tk. 36,000**

Maximum allowable installment

= 40% × 90,000

= **Tk. 36,000**

Debt Burden Ratio (DBR)

= (36,000 ÷ 90,000) × 100

= **40%**

Comment:

The DBR is exactly at the policy limit. The loan may be approved, subject to satisfactory assessment of job stability and other obligations.

MetaMentor Center

তুলনা ও পার্থক্য

প্রশ্ন–০১. কেন্দ্রীভূত ঋণ মডেল ও শাখাভিত্তিক ঋণ মডেলের মধ্যে পার্থক্য

দিক	কেন্দ্রীভূত ঋণ মডেল	শাখা ভিত্তিক ঋণ মডেল
সংজ্ঞা	কেন্দ্রীভূত মডেলে ঋণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত একটি কেন্দ্রীয় স্থানে, সাধারণত প্রধান কার্যালয়ে নেওয়া হয়।	শাখাভিত্তিক মডেলে ঋণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পৃথক পৃথক শাখা পর্যায়ে নেওয়া হয়।
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা	কেন্দ্রীয় ঋণ কমিটির হাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে।	শাখা ব্যবস্থাপক বা শাখা পর্যায়ের কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নেন।
কার্যকারিতা	একই নীতি অনুসরণ হওয়ায় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সহজ হয়।	স্থানীয় বাজার সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

প্রশ্ন–০২. ঋণ পরিকল্পনা ও ঋণ নীতির মধ্যে পার্থক্য

দিক	ঋণ পরিকল্পনা	ঋণ নীতি
অর্থ	ঋণ পরিকল্পনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি ব্যাংক ভবিষ্যৎ ঋণের চাহিদা নির্ধারণ করে এবং কোন খাতে কত পরিমাণ ঋণ প্রদান করা হবে তা ঠিক করে।	ঋণ নীতি হলো সেই নিয়ম ও নির্দেশনার সমষ্টি, যা একটি ব্যাংক পৃথক পৃথক ঋণ অনুমোদন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনুসরণ করে।
উদ্দেশ্য	অর্থনীতির ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের জন্য ঋণ বণ্টন নিশ্চিত করা।	নিরাপদ ও ঝুঁকিনিয়ন্ত্রিত ঋণ প্রদান নিশ্চিত করা।
গুরুত্বের ক্ষেত্র	মোট ঋণের পরিমাণ ও খাতভিত্তিক বণ্টন।	প্রতিটি ঋণের মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণ।

Q-03. কৃষিঋণ ও ক্ষুদ্রঋণের মধ্যে পার্থক্য

দিক	কৃষিঋণ	ক্ষুদ্রঋণ
লক্ষ্যভিত্তিক গ্রাহক	কৃষিঋণ প্রধানত কৃষক ও কৃষিভিত্তিক উৎপাদনকারীদের প্রদান করা হয়।	ক্ষুদ্রঋণ প্রধানত দরিদ্র পরিবার ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রদান করা হয়।
উদ্দেশ্য	কৃষিঋণের উদ্দেশ্য হলো ফসল উৎপাদন ও কৃষিখাতের উন্নয়ন।	ক্ষুদ্রঋণের উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুদ্র আয়ের কার্যক্রমে সহায়তা করা।
ঋণের পরিমাণ	কৃষিঋণে সাধারণত কৃষিকাজের প্রয়োজন অনুযায়ী তুলনামূলক বেশি পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়।	ক্ষুদ্রঋণে সাধারণত খুব অল্প পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়, যা স্বল্প আয়ের গ্রাহকদের উপযোগী।

Q-04. সেতু অর্থায়ন ও যৌথ অর্থায়নের মধ্যে পার্থক্য BPE-6th.

দিক	সেতু অর্থায়ন	যৌথ অর্থায়ন
অর্থ	সেতু অর্থায়ন হলো স্বল্পমেয়াদি ঋণ, যা দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন পাওয়ার আগ পর্যন্ত তাৎক্ষণিক অর্থের প্রয়োজন মেটাতে দেওয়া হয়।	যৌথ অর্থায়ন হলো একাধিক ঋণদাতা যৌথভাবে বড় অঙ্কের ঋণ প্রদান, যেখানে ঋণের পরিমাণ ও ঝুঁকি ভাগ করে নেওয়া হয়।
উদ্দেশ্য	সেতু অর্থায়নের উদ্দেশ্য হলো ঋণগ্রহীতার সাময়িক অর্থঘাটতি পূরণ করা।	যৌথ অর্থায়নের উদ্দেশ্য হলো বড় প্রকল্পের জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন প্রদান করা।
মেয়াদ	সেতু অর্থায়নের পরিশোধকাল স্বল্পমেয়াদি, কারণ এটি অস্থায়ী ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়।	যৌথ অর্থায়নের পরিশোধকাল প্রকল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী মধ্যমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি হয়।

MetaMentor Center

Q-05. অর্থায়িত ও অ-অর্থায়িত ঋণ সুবিধা BPE-6th.

দিক	অর্থায়িত ঋণ সুবিধা	যৌথ অর্থায়ন
অর্থ	অর্থায়িত ঋণ সুবিধা হলো এমন ঋণ যেখানে ব্যাংক সরাসরি ঋণগ্রহীতাকে অর্থ প্রদান করে।	অ-অর্থায়িত ঋণ সুবিধা হলো এমন প্রতিশ্রুতি যেখানে ব্যাংক সঙ্গে সঙ্গে অর্থ প্রদান না করে নির্দিষ্ট শর্তে অর্থ পরিশোধের দায় গ্রহণ করে।
ব্যাংকের অর্থপ্রবাহ	অর্থায়িত ঋণ সুবিধায় ব্যাংকের তহবিল থেকে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ বের হয়ে যায়।	অ-অর্থায়িত ঋণ সুবিধায় তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ বের হয় না, তবে ভবিষ্যতে অর্থায়িত ঋণে রূপ নিতে পারে।
উদাহরণ	ঋণ, নগদ ঋণ, অতিরিক্ত উত্তোলন এবং বিল ক্রয় অর্থায়িত ঋণ সুবিধার উদাহরণ।	ঋণপত্র ও ব্যাংক জামানত অ-অর্থায়িত ঋণ সুবিধার উদাহরণ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

Q-01. ব্যাংক ঋণ বলতে কী বোঝায়?

ব্যাংক ঋণ বলতে সেই আর্থিক সুবিধাকে বোঝায়, যার মাধ্যমে একটি ব্যাংক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে অর্থ ঋণ প্রদান করে এই স্পষ্ট শর্তে যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত চার্জসহ ঋণকৃত অর্থ ফেরত দিতে হবে।

সহজ ভাষায়, ব্যাংক ঋণ হলো সেই ক্রয়ক্ষমতা যা ব্যাংক একজন ঋণগ্রহীতার জন্য উন্মুক্ত করে, যাতে তিনি ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক প্রয়োজন মেটাতে পারেন এবং ভবিষ্যৎ আয়ের মাধ্যমে ব্যাংককে অর্থ পরিশোধ করেন।

Q-02. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ঋণগ্রহীতা বলতে কী বোঝায়?

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ঋণগ্রহীতা হলো এমন একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যা কোম্পানির নামে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এখানে মালিকদের দায় তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং কোম্পানির শেয়ার সাধারণ জনগণের কাছে অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয়।

এই ধরনের ঋণগ্রহীতা একটি স্বতন্ত্র আইনগত সত্তা হিসেবে পরিচালিত হয় এবং সব ধরনের ঋণ কোম্পানির নামেই গ্রহণ করা হয়, ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডারদের নামে নয়।

Q-03. অর্থায়িত ঋণ সুবিধা বলতে কী বোঝায়?

অর্থায়িত ঋণ সুবিধা হলো এমন এক ধরনের ব্যাংক ঋণ, যেখানে ব্যাংক সরাসরি ঋণগ্রহীতাকে অর্থ প্রদান করে এবং এর ফলে ব্যাংকের তহবিল থেকে তাৎক্ষণিক অর্থ বহির্গমন ঘটে। ঋণগ্রহীতা প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদ বা অন্যান্য চার্জসহ সেই অর্থ পরিশোধের দায়ভার বহন করে।

অর্থায়িত ঋণ সুবিধা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর মূলধন, সম্পদ ক্রয়, ব্যবসা সম্প্রসারণ বা ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করে।

Q-04. মেয়াদি ঋণ বলতে কী বোঝায়?

মেয়াদি ঋণ হলো একটি অর্থায়িত ঋণ সুবিধা, যেখানে ব্যাংক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ ঋণগ্রহীতাকে প্রদান করে এবং ঋণগ্রহীতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিস্তিতে ঋণ পরিশোধে সম্মত হয়।

মেয়াদি ঋণের মূল ধারণা হলো এটি মধ্যমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা হয়, যেমন যন্ত্রপাতি ক্রয়, কারখানা স্থাপন, ব্যবসার সক্ষমতা বৃদ্ধি বা স্থায়ী সম্পদ অধিগ্রহণ।

এই ঋণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিশোধ সূচি থাকে এবং চুক্তি অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে মূলধন ও সুদ পরিশোধ করে।

Q-05. ঋণ নীতি বলতে কী বোঝায়?

ঋণ নীতি হলো সেই নিয়ম, মানদণ্ড ও পদ্ধতির সমষ্টি, যা একটি ব্যাংক ঋণ অনুমোদন, মূল্য নির্ধারণ, জামানত গ্রহণ, দলিল সম্পাদন ও ঋণ তদারকির ক্ষেত্রে অনুসরণ করে, যাতে ঋণ প্রদান নিরাপদ, ধারাবাহিক এবং বিধিবিধানসম্মত হয়।

ঋণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকারদের সঠিক ঋণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে দিকনির্দেশনা দেওয়া, যাতে ব্যাংক তার তহবিল সুরক্ষিত রাখতে পারে, সম্পদের গুণগত মান বজায় রাখতে পারে, ঋণ খেলাপির ঝুঁকি কমাতে পারে এবং সব ঋণগ্রহীতার প্রতি ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত করতে পারে।

Chapter End

অর্ডার করতে ক্লিক করুন: www.metamentorcenter.com

WhatsApp: 01310-474402